জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ فِيْ أَيَّامِ السَّنَةِ

জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত

মূল

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

ভাষান্তর

মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী

সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ

উপাধ্যক্ষ মাওলানা জমির উদ্দীন নেসারী

প্রকাশনায়

আল-মদীনা প্রকাশনী

১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

❖ গ্রন্থের নাম
জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত

❖ মূল
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী
[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

❖ ভাষান্তর
মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী

❖ সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ
উপাধ্যক্ষ মাওলানা জমিরউদ্দীন নেসারী

❖ প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০১৫ - রবিউল আওয়াল, ১৪৩৬

❖ কম্পোজ, প্রচ্ছদ ডিজাইন ও মুদ্রণ
আল-মদীনা প্রিন্ট মিডিয়া, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৮১৮-৯০৭০০২

❖ প্রকাশনায়
আল-মদীনা প্রকাশনী
১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৮১৯-৫১৩১৬৩, ০১৮২৫-৩৮৪২৩২

❖ হাদিয়া
৪০০ [চারশত] টাকা মাত্র

Ma Sabata bis Sunnah Fee Aiyamis Sanah, By: Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlavi (Rh.), Translated Into Bangla by: Moulana Sagir Ahmad Chawdhury, Published by: Al-Madina Prokhasoni, Chittagong, Bangladesh. Price: 400/-

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৬

মাহে মুহাররম ০৮

হযরত হুসাইন (রা)-এর শাহাদত ৩৮

সাইয়িদুনা ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান (রা)-এর মধ্যকার সন্ধি ৫০

মাহে সফর ৬১

প্রথম অধ্যায়: اَلطِّيَرَةُ ৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়: اَلْعَدْوَى ১০০

মাহে রবিউল আউওয়াল ১০৮

প্রথম অধ্যায় : নবী করীম (সা)-এর শুভ আবির্ভাবের আলোচনা ১০৮

নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জন্মকালীন বিস্ময়কর ঘটনাবলী ১১৫

নবী করীম (সা)-এর দুগ্ধপানের আলোচনা ১২৭

নবী করীম (সা)-এর পবিত্র বক্ষবিদারণ ১৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : নবী করীম (সা)-এর তিরোভাব ১৪৮

নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ও ঘটনাবলির আলোচনা ১৫৩

নবী করীম (সা)-এর প্রচণ্ড অসুস্থতার আলোচনা ১৬৩

নবী করীম (সা)-এর বয়সের আলোচনা ১৯৪

নবী করীম (সা)-এর বিদায় বেলার আলোচনা ১৯৫

নবী করীম (সা)-এর গোসলের আলোচনা ২১০

নবী করীম (সা)-এর কাফনের আলোচনা ২১৯

নবী করীম (সা)-এর সালাতে জানাযা ২২৬

নবী করীম (সা)-এর দাফন ও রওযা শরীফের ধরন বিষয়ে আলোচনা ২৩০

নবী করীম (সা)-এর দাফনের সময়ের আলোচনা ২৪০

নবী করীম (সা)-এর ওপর শোকগাঁথা ও মরসিয়া বিষয়ে আলোচনা ২৪৩

নবী করীম (সা)-এর উত্তরাধিকার ও এর বিধান বিষয়ে আলোচনা ২৫৬

নবী করীম (সা)-এর পবিত্র রওযা পরিদর্শন এবং সেখানে অবস্থানের সময় সম্মান ও সালাম জ্ঞাপন ২৬১

পরিশিষ্ট: স্বপ্নযোগে নবী করীম (সা)-এর দর্শন লাভের আলোচনা ২৬৮

পরিশিষ্ট : মাহে রবিউল আখির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ২৭৭

মাহে রজব ২৮১

মাহে শাবান ৩১৩

প্রথম প্রবন্ধ : শাবান মাস এবং পঞ্চদশ রাত নির্বিশেষে এ-মাসে সিয়াম পালনের ফযীলতের আলোচনা ৩১৩

দ্বিতীয় প্রবন্ধ: পনেরই শাবানের রাতের বিশেষ ফযীলতের আলোচনা ৩২২

তৃতীয় প্রবন্ধ: পনেরই শাবানের রাতে ইবাদত পালন, দিনে সিয়াম পালন ও এ-দিবসের সুসাব্যস্ত দ'আ ও যিকরের আলোচনা ৩৩৮

মাহে রামাযান ৩৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ: তারাবীহের রাকআতসমূহ ৩৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তারাবীহের নিয়ত ৩৫৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তারাবীহে কিরাআতের পরিমান ৩৫৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জামাআত-সহকারে তারাবীহ আদায় ৩৬২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ৩৬৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ৩৬৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ : তারাবীর ওয়াক্ত ৩৫৯

মাহে শাওয়াল ৩৬৯

মাহে যিলহজ্ব ৩৮৪

তথ্যপঞ্জি ৩৯২

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে নিবেদিত, যিনি বরকতময় সময়গুলোকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। পরহেযগার ও পূণ্যপথের যাত্রীদের জন্যে সৌভাগ্য আর গৌরবান্বিত সম্মানে ভূষিত করেছেন। যাতে তাঁরা পরকালের লাভজনক সওদা থেকে বহুগুণ মুনাফা অর্জন করতে পারেন। পাশাপাশি ভালো আমলগুলোর মাধ্যমে দ'আ কবুলের প্রত্যাশী হতে পারেন।

অবশ্য ব্যবসায়-সওদার সুবর্ণ সুযোগেও যারা লাভবান হতে পারে না তারা প্রকৃতই দুর্ভাগা। সীমালঙ্ঘণকারীগণই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাকওয়াবান আলোকিত কাফেলার মধ্যমণি, সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য শুভেচ্ছা ও সালামের উৎকৃষ্ট উপহার। যার শিক্ষা ও অনুসরণ খুলে দেয় জ্ঞান ও আমলের স্বর্ণদুয়ার। ইহ ও পরকালের সমুদয় স্বপ্ন-আশা কেবল তাঁর সুপারিশপ্রাপ্তিতেই ছুঁতে পারে সফলতা। তিনিই মানবতার মহান শিক্ষক, জগতের শীর্ষ রাহবর, রহমত-মহানুভবতা ও জ্ঞানের উৎসধারা। তাঁর সেসব পরিবার-পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক যাঁরা আলোর পথের অভিযাত্রী ও ইল্‌মের ধারক-বাহক।

অতঃপর অধম আবদুল হক ইবনে সায়ফুদ্দীন আদ-দিহলবী আল-বুখারী আল্লাহর দরবারে আরজ করছি, তিনি সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আমাদেরকে দৃঢ়তর বিশ্বাস নসীব করুন এবং সঠিক পথে জীবন পরিচালনার তওফীক দিন।

প্রাত্যহিক দ'আ ও অযীফা এবং বিশেষ দিবস-রাত্রির নামায-রোযা সম্পর্কে মুহাদ্দিসীন, ওলামা ও তরীকতের রাহবরদের মধ্যকার কিছু মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও হাদীসবিশারদগণ আহলে তরীকতের মত, আমল, উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা ও কঠোর ভাষায় অনেক কিছুর অপনোদন করেন। আহলে তরীকতের পেশকৃত প্রমাণাদি অস্বীকার করে তা ভুল সাব্যস্ত করে থাকেন।

এ-গ্রন্থটি রচনার আগে আমি ফারসি ভাষায় একটি পুস্তকে উভয় শ্রেণীর মাঝে ঐক্য ও সমন্বয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উভয়

দলের মাঝামাঝি আমি একটি নিরাপদ রাস্তা তৈরি করে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভালো জানেন, কে সঠিক পথের ওপর আছেন।

এই গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনায় শিরোনাম চয়ন, বিশুদ্ধ হাদীস, হাদীসে হাসান, দুর্বল ও অপ্রমাণিত হাদীসগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছি। কারণ এসব হাদীসের সূত্র যাচাই ও অনুসন্ধান তো ওসব ওলামায়ে কেরামের হাতে সম্পাদিত হয়েছে। বিশেষভাবে এ-গ্রন্থে আলোচনার বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিক এবং প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক বিষয় সন্নিবেশ করেছি। বিশেষভাবে রবিউল আউওয়ালে বিশ্বনবীর বিদায় প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছি। মুহাররম থেকে যিলহজ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসভিত্তিক সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বোত্তম তওফীকদাতা এবং প্রতিটি কাজের পূর্ণতা তাঁর সর্বময় নিয়ন্ত্রণে। আমি গ্রন্থটির নাম রেখেছি, «مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ» (জীবনের সময়চিত্রে পবিত্র সুন্নাহ থেকে যা প্রমাণিত)। গ্রন্থটি হে আল্লাহ অনুগ্রহে কবুল করুন, যাকে তন্দ্র স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।

মাহে মুহার্‌রম

মাহে মুহার্‌রমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিশেষত্ব এবং এ-মাসে সিয়াম-পালনের মর্যাদা বিষয়ে *জামিউল উসূলে* বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ উদ্ধৃত হচ্ছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قِبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

'হযরত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হতে বর্ণিত, রামাযানের আগে আশুরায় সিয়াম পালিত হতো। যখন রামাযানে সিয়াম পালনের বিধান অবতীর্ণ হলো তখন থেকে যার খুশি রাখতো, ইচ্ছে হলে নাও রাখতে পারতো।'[১]

এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আয়িশা ﵂) বলেন,

[١] كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ .. الحديث.

'(১) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আশুরা-দিবসে সিয়াম পালনে নির্দেশ দিয়েছেন।'[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আয়িশা ﵂) বলেন,

[٢] كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ، قَالَتْ: فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ».

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ২৪, হাদীস: ৪৫০২
[২] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২০০১

'(২) রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হওয়ার আগে লোকেরা আশুরার সিয়াম পালন করতো। এ-দিনে কাবাগৃহে গিলাফ চড়ানো হতো। তিনি আরও বলেন, যখন রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হলো তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আশুরায় কেউ চাইলে সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ত্যাগও করতে পার।'[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (হযরত আয়িশা ﵂) বলেন,

[٣] كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'(১) জাহিলি যুগে কুরাইশরা আশুরায় সিয়াম পালন করতো। জাহিলি যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লামও আশুরায় সিয়াম পালন করতেন। এমনকি তিনি মদীনায় আগমন করেও সিয়াম পালন করেছেন এবং অন্যদেরও এ-সিয়াম পালনে নির্দেশ দিতেন। যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হলো তখন থেকে তিনি আশুরায় সিয়াম পালন ছেড়ে দেন; কেউ চাইলে আশুরায় সিয়াম পালন করতো, ইচ্ছা করলে ত্যাগও করতে পারতো।'[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

[٤] - فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

'(৪) যখন রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হলো নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, 'কেউ চাইলে আশুরায় সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ত্যাগও করতে পার।'[৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৪৮–১৪৯, হাদীস: ১৫৯২
[২] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০২
[৩] আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৩, হাদীস: ২০০১

[٥] - أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّىٰ فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ».

'(৫) জাহিলি যুগে কুরাইশরা আশুরায় সিয়াম পালন করতো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লামও এ-সিয়াম পালনের আদেশ করেন। তবে যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আশুরায় কেউ চাইলে সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ছাড়তেও পার।"

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﵀ ও ইমাম মুসলিম ﵀ বর্ণনা করেছেন।[১] ইমাম মালিক (ইবনে আনাস ﵀), ইমাম আবু দাউদ ﵀ ও ইমাম আত-তিরমিযী ﵀ ও চতুর্থ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২] এতে «لَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ» (যখন রামাযান সিয়াম পালন ফরয হল) বক্তব্যের পর «فَكَانَتْ هُوَ الْفَرِيْضَةُ» (রামাযানে সিয়াম পালনই ফরয হিসেবে পরিগণিত হলো)।[৩]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ...».

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর ﵄ থেকে বর্ণিত, জাহিলি যুগে লোকজন আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করতো। হযরত রাসূলুল্লাহ

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৪, হাদীস: ১৮৯৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯২, হাদীস: ১১৬ (১১২৫)

[২] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ৩, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ৩১৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ২৪৪২; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ১১৮, হাদীস: ৭৫৩

[৩] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৫–৩০৬, হাদীস: ৪৪৩৬

﵄ ও অন্যান্য মুসলিমরাও রামাযানের সিয়াম পালন ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ-সিয়াম পালন করতেন। যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আশুরা-দিবস আল্লাহর (প্রিয়) দিবসসমূহের অন্যতম, অতএব যার খুশি এই দিনে সিয়াম পালন করতে পার।"[১]

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ বলেন,

[١] ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُوْمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

'(১) নবী করীম ﷺ-এর দরবারে আশুরা-দিবসের প্রসঙ্গ ওঠলো। এ-প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন, 'দিবসটি জাহিলি যুগের লোকেরা সিয়াম পালন করতো। এখনও যার খুশি সিয়াম পালন করতে পার, ইচ্ছে করলে ত্যাগও করতে পার।"

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﵀ ও ইমাম মুসলিম ﵀ বর্ণনা করেছেন।[২]

ইমাম আল-বুখারী ﵀-এর বর্ণনায় এসেছে,

[٢] صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَاشُوْرَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُوْمُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

'(২) আশুরায় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করেছেন এবং এ-সিয়াম পালনে নির্দেশও দিয়েছেন। তবে যখন রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় তখন থেকে তিনি এ-সিয়াম পালন ছেড়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর ﵄) তাঁর নিয়মিত সিয়াম পালনের সাথে মিলে না-গেলে তিনি এ-সিয়াম পালন করতেন না।'[৩]

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯২, হাদীস: ১১৭ (১১২৬)

[২] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৩, হাদীস: ১২১ (১১২৬)

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৪, হাদীস: ১৮৯২
যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশির ভাগ সময় দিনে রোযা রাখতেন, তাই ঘটনাক্রমে যদি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযার মাঝে ১০ মুহাররমের দিন এসে পড়ে তাহলে ওই দিনের রোযাও রেখে দিতেন।

اللهُ فِيْهِ مُوْسَىٰ وَبَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ، فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَىٰ مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

'হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের পর আশুরা-দিবসে ইহুদিদের সিয়ামপালন করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কী'? তারা জবাবে বলল, এটি এক মহান দিবস; এ-দিবসে আল্লাহ হযরত মুসা ﷺ ও বনী ইসরাইলকে শত্রু (ফিরআউন)-এর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এ-কারণে তিনি এ-দিবসে সিয়াম পালন করতেন। একথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ তাদের বললেন, হযরত মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় আমাদের অধিকার বেশি। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এ-দিবসে সিয়াম পালন করেন এবং অন্যদেরও সিয়ামপালনের নির্দেশ দেন।'

এক বর্ণনায় এসেছে,

فَقَالَ لَهُمْ: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ»؟ قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَىٰ وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوْسَىٰ شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ.

'হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কোন দিবসে তোমরা সিয়াম পালন করছ'? তারা উত্তর দেয়, এটা বড়দিন। এ-দিবসে আল্লাহ হযরত মুসা ﷺ ও বনী ইসরাইলকে (শত্রু ফিরআউনের হাত থেকে) মুক্তি দিয়েছিলেন। এ-দিবসেই ফিরআউন ও তার বাহিনীকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এর কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ হযরত মুসা ﷺ সিয়াম পালন করেছিলেন। তাই এই দিবসের সম্মানে আমরাও সিয়াম পালন করি।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﷺ ও ইমাম মুসলিম ﷺ বর্ণনা করেছেন।[১] দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ﷺ বর্ণনা করেছেন।[২]

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৪, খ. ৪, পৃ. ১৫৩, হাদীস: ৩৩৯৭ ও খ. ৫, পৃ. ৭০, হাদীস: ৩৯৪৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৬, হাদীস: ১২৮ (১১৩০)

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ২৪৪৪; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৮, হাদীস: ৪৪৩৯

ইমাম মুসলিম ﷺ দ্বিতীয় হাদীসটির অনরূপ বর্ণনা করে বলেছেন,

[৩] «... فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ».

'(৩) ...এখন কারো ভালো লাগলে আশুরায় সিয়াম পালন করতে পার আর ভালো না লাগলে বিরত থাকতেও পার।'[১]

ইমাম আবু দাউদ ﷺ প্রথম হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَىٰ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ، وَيَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ».

'হযরত আবু মুসা (আল-আশআরী ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরা-দিবসকে ইহুদিরা সম্মান করতো এবং এ-দিবসে তারা ঈদ উদ্‌যাপন করে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ, 'তোমরাও এ-দিবসে সিয়াম পালন কর।''[৩]

এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، يَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا، وَيُلْبِسُوْنَ نِسَاءَهُمْ فِيْهِ حُلِيَّهُمْ وَثِيَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ».

'খায়বার অধিবাসীগণ আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করতো, এ-দিবসে তারা ঈদ উদ্‌যাপন করতো এবং তাদের মেয়েদের উন্নত পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সাজাতো। এ-পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'এ-দিবসে তোমরা সিয়াম পালন কর।''[৪]

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﷺ ও ইমাম মুসলিম ﷺ বর্ণনা করেছেন।[৫]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، أَنْجَى

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৩, হাদীস: ১১৮ (১১২৬)

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ২৪৪৩; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৮, হাদীস: ৪৪৩৭

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৫

[৪] মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৬, হাদীস: ১৩০ (১১৩১)

[৫] ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ৪৪৩৮

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْهُ.

'হযরত জাবির ইবনে সামুরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরা-দিবসে সিয়ামপালনের নির্দেশ দিতেন এবং এ-ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে ওয়াদা-অঙ্গীকার নিতেন। তবে যখন রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হয় তখন থেকে তিনি আশুরা-দিবসে সিয়ামপালনের আমাদের আদেশ-নিষেধ কোনোটাই করেননি, ওয়াদা-অঙ্গীকারও নিতেন না।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম ﷺ বর্ণনা করেছেন।[১]

وَعَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، تُرِكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

'হযরত আলকামা ﷺ থেকে বর্ণিত, হযরত আল-আশআস ইবনে কায়স ﷺ আশুরা-দিবসে হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর ﷺ)-এর কাছে এলে তাঁকে আহার করতে দেখলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আজকে তো আশুরা-দিবস! উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, রামাযানে সিয়ামপালন ফরয হওয়ার আগে (এ-দিবসে) সিয়ামপালন হতো, যখন রামাযানে সিয়ামপালনে ফরয হয় তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি সিয়াম পালন না করলে (আমাদের সাথে) খেতে বস।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﷺ ও ইমাম মুসলিম ﷺ বর্ণনা করেছেন।[২]

[১] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৪, হাদীস: ১২৫ (১১২৮); (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৮–৩০৯, হাদীস: ৪৪৪০

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৭ ও খ. ৩, পৃ. ৪৪, হাদীস: ২০০৭; (খ) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৮, হাদীস: ১৩৫ (১১৩৫); (গ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩০৯, হাদীস: ৪৪৪১

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ: «أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ».

'হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'যাও সবার মাঝে ঘোষণা করে দাও, সাহরী খেলেও না খেলেও আজ যেন সবাই সিয়াম পালন কনে। কারণ আজকের দিন আশুরা-দিবস।'

এক বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ: «أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ» بِالشَّكِّ.

'নবী করীম ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'গোত্রের মধ্যে অথবা লোকদের মধ্যে জানিয়ে দাও।' শব্দগত কিছু সংশয় রয়েছে।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﷺ, ইমাম মুসলিম ﷺ ও ইমাম আন-নাসায়ী ﷺ বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা ﷺ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। ইমাম আবু দাউদ ﷺ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ الْمُعَوِّذِ ﷺ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِيْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ»، فَكُنَّا بَعْدَ ذٰلِكَ نَصُوْمُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ২৪, হাদীস: ৫৪০৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৪, হাদীস: ১২৪ (১১২৮); (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩২১; (ঘ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩০৯–৩১০, হাদীস: ৪৪৪২

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ২৪৪৭; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৪৪৪৩

'হযরত রুবাইয়ি' বিনতুল মুআওয়িয ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি বলেন, আশুরার সকালে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সকল পল্লীতে এ-নির্দেশ দিলেন, 'যার সিয়াম অবস্থায় সকাল হয়েছে সে যেন সাওম পূর্ণ করে, আর যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে। পরবর্তীতে আমরা ওই দিবসে সিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ওই খেলনা দিয়ে ইফতার পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম।'

হাদীসটি ইমাম আল-বুখারী ﵀ ও ইমাম মুসলিম ﵀ বর্ণনা করেছেন।[১]

অন্য বর্ণনায় অনুরূপই এসেছে।[২]

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

'হযরত কায়স ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরা-দিবসে আমরা সিয়াম পালন করতাম এবং সাদকা-ফিতর দিতাম। তবে রামাযানে সিয়াম পালন ফরয হয় এবং যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয় নবী করীম ﷺ সিয়ামপালন সম্পর্কে কোনো আদেশ-নিষেধ জারি করেননি। তাই আমরা আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করে যাই।'

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী ﵀ বর্ণনা করেছেন।[৩]

তিনি আরও বর্ণনা করেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّيْفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ»؟ فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ، قَالَ:

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ৩৭, হাদীস: ১৯৬০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৭৯৮, হাদীস: ১৩৬ (১১৩৬)

[২] (ক) মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৭৯৯, হাদীস: ১৩৮ (১১৩৬); (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১০–৩১১, হাদীস: ৪৪৪৪

[৩] (ক) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৪৯, হাদীস: ২৫০৬; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৪৪৪৫

«فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ».

'হযরত মুহাম্মদ ইবনুস সাইফী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরা-দিবসে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকে তোমরা কিছু খেয়েছো'? তারা জবাবে বলল, আমাদের কেউ কেউ সিয়াম পালন করছি, আবার অনেকে সিয়াম পালন করছি না। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সবাই অবশিষ্ট দিবস পূর্ণ করো এবং আশপাশের লোকদেরও বলে দাও, তারা যেন অবশিষ্ট দিবস পূর্ণ করে।''

হাদীসটি ইমাম আন-নাসায়ী ﵀ বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম মালিক (ইবনে আনাস ﵀) বর্ণনা করেন,

بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُمْ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.

'তিনি জানতে পেরেছেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ হারিস ইবনে হিশাম ﵁)-এর কাছে খবর পাঠিয়েছেন, আগামীকাল আশুরা-দিবস; তুমি নিজেও সিয়াম পালন করবে এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনকেও সিয়াম পালনে আদেশ করবে।'

এটি (ইমাম মালিক ইবনে আনাস ﵀ তাঁর) *মুওয়াত্তায়* বর্ণনা করেছেন।[২]

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

'হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযিদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে শুনেছেন; তাঁকে আশুরা-দিবসের সিয়াম পালন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরা-দিবসে সিয়াম পালন করতেন;

[১] (ক) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১৯২, হাদীস: ২৩২০; (খ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল*, খ. ৬, পৃ. ৩১১, হাদীস: ৪৪৪৬

[২] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৮৪৪; (খ) ইবনুল আসীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩১১–৩১২, হাদীস: ৪৪৪৭